ডিজিটাল অগ্রযাত্রার পথে বাংলাদেশ

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন, ই-সেবা এবং প্রচলিত সেবাসমূহ সহজীকরণের মধ্য দিয়ে প্রবাসীকল্যাণওবৈদেশিককর্মসংস্থানমন্ত্রণালয় বাংলাদেশের ডিজিটাল অগ্রযাত্রায় সগৌরবে নিজের অবস্থান দৃঢ় করে চলেছে। এ মন্ত্রণালয়তার আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাবৈদেশিক কর্মসংস্থানসহ সকল কার্যক্রমে নিম্নবর্ণিত ডিজিটাইজড্ ব্যবস্থাসমূহ প্রবর্তন করেছেঃ

মন্ত্রণালয় ও তার আওতাধীন দপ্তর/সংস্থারদাপ্তরিক কার্যক্রম ডিজিটাইজেশনঃ

- জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০০৯ ও জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৫ অনুযায়ী নাগরিক সেবার তথ্য কাঠামো ওয়েবসাইটে প্রকাশ, অনলাইন জব ব্যাংক চালু, ২য় প্রজন্মের সিটিজেন্স চার্টার অনলাইনে প্রকাশ ইত্যাদি বাস্তবায়নসহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বিবিধ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- সম্পূর্ণ Digital Access control Machine এর মাধ্যমে অফিসে আগমন ও প্রস্থান এর সময় রেকর্ড করা হচ্ছে।
- ওয়াই ফাই স্থাপনের মাধ্যমে সকল ফ্লোরে যে কোন স্থান থেকে যে কোন ডিভাইসে ইন্টানেট ব্যবহার করতে পারে। ফলে সকল কাজ সঠিক সময়ে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সম্পাদন করা যাচ্ছে।
- ওয়েবসাইটে সকল রিক্রুটিং এজেন্সির নাম ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সন্নিবেশিত করা হয়েছে।
- দেশভিত্তিক কর্মী প্রেরণের বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইটে নিয়মিত সন্নিবেশ করা হয়।
- এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ২০১৪ সাল থেকে ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে ক্রয় কার্য পরিচালনা করছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছর থেকে এ মন্ত্রণালয়,বিএমইটিএবংবোয়েসেল ই-টেন্ডারিংএর মাধ্যমে ক্রয় কার্য পরিচালনা শুরু করেছে।
- এ মন্ত্রণালয় গত ২৬-০২-২০১৭ তারিখ হতে ই-নথি ব্যবস্থাপনা শুরু করেছে। এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর-সংস্থাও ই-নথি কার্যক্রম শুরু করেছে।

বিদেশগামী কর্মীদের জন্য সেবা ডিজিটাইজেশন ও সহজীকরণঃ

১) প্রত্যেক বর্হিগামী চাকরি প্রার্থীদের ফিঙ্গার প্রিন্ট (বায়োমেট্রিক ইমপ্রেসন) সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
২) কম্পিউটার চিপস সম্বলিত স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে।
৩) বহির্গামী কর্মীদের ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করা হচ্ছে।
৪) বিমান বন্দরে স্মার্ট কার্ড রিডারের সাহায্য বহির্গমন ছাড়পত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে।
৫) ঢাকাসহ ৪২টি জেলায় বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে ফিঙ্গার প্রিন্ট কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে।

অনলাইনভিসা যাচাইঃ

বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীগণ নিজেরাই নিজেদের ভিসা অনলাইনে যাচাই করে যেন নিশ্চিত হতে পারে সে লক্ষ্যে বিএমইটির ওয়েবসাইটে অনলাইন ভিসা চেকিং পদ্ধতিতে ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভিসা চেকিং এর সময় এ সেবা গ্রহণকারীগণ সংশ্লিষ্ট দেশের আর্থ-সামাজিক ও ভৌগলিক তথ্যাদিও পাবেন। অনলাইনে নিম্নোক্ত ওয়েব সাইটের মাধ্যমে ভিসার সত্যতা যাচাই করা যায়।

১। ইউ এ ই এর ভিসা চেকিং এর জন্য-htt://www.mol.gov.ae

২। বাহারাইনের ভিসা চেকিং এর জন্য http://www.portal.lmra.bh/english

৩।কাতারের ভিসা চেকিং এর জন্যhttp://www.moi.gov.qa/site/english

৪। সিঙ্গাপুরের ভিসা চেকিং এর জন্য www.mom.gov.sg

৫। কে এস এ এর ভিসা চেকিং এর জন্যhttp://enjazit.com.sa

৬। এছাড়াও স্ট্যাম্পিং ভিসা UV Lamp এর মাধ্যমে যাচাইপূর্বক ভিসার সত্যতা নিশ্চিত করা য়ায়।

৭।এছাড়াও ভিসা যাচাই এর জন্য একটি 'মোবাইল এ্যাপস' প্রস্তুত করা হয়েছে, যা মোবাইলে ডাউনলোড করে যে কেউ দেশের যে কোন প্রান্তে বসে অনলাইন-এ ভিসা যাচাই করা যায়।

প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সহজীকরণ ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ডিজিটাইজেশনঃ

- জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে সেবা সহজীকরণ করে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের প্রাক বহির্গমন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৯টি টিটিসি হতে বৃদ্ধি করে বর্তমানে ৬০টি টিটিসিও ৬টি আইএমটির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।
- দেশের উন্নয়নে নারী কর্মীর অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমানে ৪১টি টিটিসিতে গৃহকর্ম পেশায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিকেন্দ্রিকরণ করা হয়েছে।
- সকল কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনলাইনভিত্তিক ভর্তি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয় ও বিএমইটি থেকে একটি এ্যাপস এর মাধ্যমে ৭০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম রিয়েল টাইম মনিটরিং করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- গৃহকর্ম পেশায় বাংলাদেশ কোরিয়া টিটিসি, মিরপুরে ই-লার্নিং এর মাধ্যমে ১২দিনের প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে। অর্থাৎ বিদেশে গমনেচ্ছু নারী কর্মীগণ মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে ১৮দিন ঘরে বসে ই-লার্নিং সম্পন্ন করার পর মাসের অবশিষ্ট ১২ দিন উক্ত টিটিসিতে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। তৎপ্রেক্ষিতে তাদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হলে বিএমইটি হতে সনদ দেয়া হয়। এ যাবত ৭৩৭ জনকে এ সনদ দেয়া হয়েছে।

ডিজিটাইজড পদ্ধতিতে আয়কর ও কল্যাণ ফি সংগ্রহঃ

বহির্গমন ছাড়পত্র নেয়ার সময় রিক্রুটিং এজেন্টকে কর্মী প্রতি সরকার নির্ধারিত হারে চালানের মাধ্যমে আয়কর ও পে-অর্ডারের মাধ্যমে কল্যাণ ফি জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোতে জমা দিতে হয়। কর্মীদের আয়কর ও পে-অর্ডার প্রদানের এই প্রক্রিয়াকে ডিজিটাইজড করা হয়েছে। নির্ধারিত আয়কর ও কল্যাণ ফি প্রদান ছাড়া কোন কর্মীর বহির্গমন ছাড়পত্র সম্বলিত স্মার্ট কার্ড প্রিন্ট হবে না। রাজস্ব আদায়ের প্রক্রিয়াটি ডিজিটাইজ হওয়ায় আয়কর ও কল্যাণ ফি সংগ্রহ শতভাগনিশ্চিত হয়েছে।

কল সেন্টারের মাধ্যমে গ্রাহকদের তথ্য সেবা প্রদানঃ

- বিদেশগামী ও প্রবাসী কর্মীদের সমস্যা সমাধানে সহযোগিতার লক্ষ্যে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তত্বাবধানে গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে প্রবাসবন্ধু কল সেন্টার (+৮৮ ০১৭৮৪ ৩৩৩ ৩৩৩, +৮৮ ০১৭৯৪ ৩৩৩ ৩৩৩ ও +৮৮ ০২-৯৩৩৪৮৮৮)। সকাল ৭ টা হতে রাত ৯ টা পর্যন্ত কল সেন্টার খোলা থাকে।

মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে শিক্ষাবৃত্তির অর্থ প্রেরণঃ

বর্তমানে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীদের মেধাবী সন্তানদের মোবাইলে বৃত্তির অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৭-২০১৮ সালে ১২৩২ জন শিক্ষার্থীকে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ১ কোটি ৬৭ লক্ষ ৩ হাজার টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

অনলাইন অভিযোগঃ

মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইটে অনলাইন অভিযোগ ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে।

সেলফ ক্যাটাগরিতে বিদেশগামী কর্মীর ওয়ান স্টপ সার্ভিসঃ

দক্ষ বা অধাদক্ষ ক্যাটাগরিতে ব্যক্তিগতভাবে ভিসা সংগ্রহকারী কর্মীগণ রিক্রুটিং এজেন্টের দ্বারস্থ না হয়ে সরাসরি সেলফ ক্যাটাগরিতে ব্যুরোর ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে একদিনেই ছাড়পত্র গ্রহণ করতে পারে।

বিদেশগমনেচ্ছু কর্মীদের জন্য বোয়েসেলের মোবাইল অ্যাপসঃ

বিদেশ গমনইচ্ছুক যেকোনো ব্যক্তি তার মোবাইলে বোয়েসেলের মোবাইল অ্যাপস ইনস্টল করে রাখলে বোয়েসেল কর্তৃক প্রদানকৃত যে কোন তথ্য মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে দেখতে পারবেন। পূর্বে বিদেশগামী কর্মীদেরকে বোয়েসেলের ওয়েবসাইটে ঢুকে তথ্য দেখতে হতো বা এস.এম.এস এ তথ্য পেতেন কিন্তু মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে বিদেশ গমনইচ্ছুক প্রার্থীর নিকট স্বয়ংক্রিয়ভাবে নোটিফিকেশন চলে যাবে। মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে বিদেশগামী কর্মীরা যে কোন অভিযোগ প্রেরণ করতে পারেন। এ প্রক্রিয়া বিদেশ গমনইচ্ছুক কর্মীদের মধ্যে এবং বোয়েসেলের মধ্যে তথ্য আদান প্রদানে সেতু বন্ধন তৈরী করেছে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় Online Database এর মাধ্যমে কর্মী প্রেরণঃ

বাংলাদেশ সরকার ও দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারের মধ্যে একটি Memorandum of Understanding (MOU) এর আওতায় Employment permit System (EPS) পদ্ধতির মাধ্যমে বাংলাদেশ হতে দক্ষিণ কোরিয়ায় বোয়েসেল এর মাধ্যমে কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়া গমনের জন্য কোরিয়া ভাষা পরীক্ষা কর্মী নির্বাচন এবং কর্মী প্রেরণসহ সকল প্রক্রিয়া Online এ অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে SPAS Software এর মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে।

জর্ডানে মহিলা গার্মেন্টস কর্মী প্রেরণঃ

কর্মী নির্বাচন ব্যতিত জর্ডানে মহিলা গার্মেন্টস কর্মী নিয়োগের সকল প্রক্রিয়া ডিজিটাল তথা তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর। জর্ডানগামী কর্মীদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ ভিসা/টিকিটও ইন্টারনেটের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা হচ্ছে।

প্রবাসী কর্মীর পরিবারের অনুকুলে আর্থিক অনুদান প্রদান সেবা সহজীকরণঃ

মৃত প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীর মৃত দেহ দাফনের নিমিত্ত তার পরিবারকে বিমানবন্দর হতে ৩৫,০০০/- পয়ত্রিশ হাজার) টাকার চেক প্রদানের সময় আর্থিক অনুদান প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের নমুনা সরবরাহ করা হয়। সেই সময় একই সাথে মৃত প্রবাসী কর্মীর যাবতীয় তথ্য ডাটাবেজ-এ এন্ট্রি করা হয় । উক্ত ডাটাসমূহ স্বয়ংক্রিয় ভাবে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের Digital file opening software - এ ইনপুট হয় । উক্ত তথ্য প্রাপ্তির সাথে সাথে মৃত প্রবাসী কর্মীর পরিবারের সদস্যদের ০৩ (তিন) লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। মৃত প্রবাসী কর্মীর পরিবারের সদস্যদের ঢাকাস্থ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর কার্যালয়ে এসে আবেদন করতে হয় না। চেক স্বাক্ষরিত হওয়ার পর মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে মৃতের পরিবার এবং সংশ্লিষ্টদের জানিয়ে দেয়া হয়। মৃতের পারিবারিক তথ্যাদি যাচাইপূর্বক সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় যথাযথ উত্তরাধিকারীর অনুকূলে আর্থিক অনুদান পৌঁছে দেয়া নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি এ সেবাটি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড একটি টাইম ফ্রেম অনুসরণ করছে। ফলে অতীতের তুলনায় এ সেবা প্রদানের কার্যক্রমটি অনেক দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা যাচ্ছে।

অনাবাসী বাংলাদেশী নিবন্ধনঃ

বিদেশে বসবাসরত অনাবাসী বাংলাদেশী (এনআরবি) এবং বর্হিগমন ছাড়পত্র ছাড়া বিদেশ গমণকারী কর্মীদের সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মিশনসমূহের মাধ্যমে নির্ধারিত কল্যাণ ফি প্রদান সাপেক্ষে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এর ফলে তারা বোর্ড প্রদত্ত সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রাপ্য হচ্ছেন।

ইআরপিঃ

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রমকে ডিজিটাইজড এবং তথ্য সংরক্ষণের ভান্ডার হিসেবে গড়ে তুলতে ই-ফাইলিং এর পাশাপাশি ইআরপি সিস্টেম চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে বোর্ডকে অচিরেই পেপারলেস অফিস হিসেবে দেখা যাবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- জেলা পর্যায়ে বহির্গমন ছাড়পত্র তথা স্মার্ট কার্ড প্রদান কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ;
- বিদেশগামী কর্মীদের বিদ্যমান ডাটাবেইজ আরও আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ;
- দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় আসীন এবং পর্যায়ক্রমে সকল টিটিসিতে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ চালু;
- বৈদেশিক কর্মসংস্থানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মী ওমানে চাকুরী ভিসায় গমন করে। উচ্চ পর্যায়ে অনলাইনে ভিসা চেকিং এর সুযোগ সৃষ্টির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

- আগামী পাঁচ বছরেপ্রত্যেক জেলা ও বিভাগে নিজস্ব ডিইএমও ও বিভাগীয় অফিস স্থাপন, বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও সেবামূলক কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে পৌছানো ;
- বিএমইটি ও ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এ অটোমেশনব্যবস্থা চালুকরণ।

- বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নিয়োগ পদ্ধতিতে কাঙ্খিত পরিবর্তন আনয়ন, অভিবাসন ব্যয় হ্রাস, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং সুসংহত অভিবাসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে SDG এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে Universal Recruitment Platform (URP) প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে Canadian Maple Equity Management IT Inc. এর একটি টিমের সাথে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- ডিজিটাল সার্ভিস রোডম্যাপ ২০২১ বাস্তবায়নকল্পে এ মন্ত্রণালয়, বিএমইটি এবং বোয়েসেল এর নিম্মোক্ত ৪টি সেবার সফটওয়্যার এটুআই এর সহযোগিতায় প্রস্তুতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে:
  1) CIP Management System
  2) Recruiting Agencies Management System
  3) Online Training Management System
  4) Overseas Employment Management System

.....